রাজ্যসভা এবং লোকসভার সম্পর্ক
[Relation between the Council of States and the House of the People]

পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের আইনসভার দুটি কক্ষ সমান ক্ষমতা সম্পন্ন ছিল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভায় একটি কক্ষ অধিক ক্ষমতা সম্পন্ন, আবার গ্রেট ব্রিটেনের দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভার নিম্নকক্ষ অধিক ক্ষমতা ও জনপ্রিয়তার অধিকারী। ভারতের আইনসভা দ্বিকক্ষবিশিষ্ট। উচ্চকক্ষ হল রাজ্যসভা (Rajya Sabha – Council of States) এবং নিম্নকক্ষ হল লোকসভা (Loksabha – House of the People)। ভারতীয় সংসদের উভয়কক্ষের ক্ষমতা তিনটি দৃষ্টিকোন থেকে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

[A] কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে উভয়কক্ষ সমান ক্ষমতা ভোগ করে: রাষ্ট্রপতি ও উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ও অপসারণ, সুপ্রিমকোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারপতিদের অপসারণ, কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকৃত্যক কমিশনের (Union Public Service Commission – UPSC) সভাপতিদের অপসারণ, নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনা পরীক্ষকের অপসারণ, সাধারণবিল পাস, সংবিধান সংশোধন, সভার অধিকারভঙ্গের অভিযোগে অভিযুক্ত সদস্য কিংবা অসদস্যকে শাস্তিবিধান প্রভৃতি ক্ষেত্রে রাজ্যসভা এবং লোকসভা সমক্ষমতা ভোগ করে। তাছাড়া বিভিন্ন কমিশনের রিপোর্ট আলোচনার জন্য উভয় কক্ষেই পেশ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় 1970 সালে 24 তম সংবিধান সংশোধনী [The Constitution (Twenty fourth Amendment) Act, 1970] এবং 1978 সালের 44 তম সংবিধান সংশোধনীর [The Constitution (Fourty fourth Amendment) Act, 1978] 5টি ধারা রাজ্যসভা নাকচ করে দেয়।

[৪] কতগুলি ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রে রাজ্যসভার থেকে লোকসভা অধিক ক্ষমতা ভোগ করে?

i) সরকার গঠন:

সরকার গঠনের ক্ষেত্রে লোকসভা রাজ্যসভার তুলনায় অধিক ক্ষমতা ভোগ করে, সাধারণ নির্বাচনে যে রাজনৈতিক দল বা জোট লোকসভায় অধিক আসন লাভ করে সেই দল বা জোটই সংখ্যাগরিষ্ঠতা গঠন করে। সেই দল বা জোটের নেতাকে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী পদে অভিষিক্ত করেন। এক্ষেত্রে রাজ্যসভার কোন কার্যকরী ভূমিকা নেই।

ii) সরকার নিয়ন্ত্রণ:

লোকসভা সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সমর্থনের ভিত্তিতে যেহেতু সরকার গঠিত হয় তাই সরকারকে লোকসভার কাছে দায়িত্বশীল থাকতে হয়। লোকসভায় সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব কার্যকর হলে সরকার পদচ্যুত হয়। সরকার নিয়ন্ত্রনের ক্ষেত্রে লোকসভার মতো প্রকৃত কার্যকরী ক্ষমতা রাজ্যসভার নেই।

iii) অর্থবিল পাস:

অর্থবিল কেবলমাত্র লোকসভাতেই পেশ করা যায়, রাজ্যসভায় পেশ করা যায় না। লোকসভায় অর্থবিল গৃহীত হলে তা রাজ্যসভায় পাঠানো হয়। রাজ্যসভা 14 দিনের মধ্যে অর্থবিলের প্রতি আনীত সুপারিশ করতে কিংবা না করলে ঐ 14 দিন পর তা উভয় কক্ষেই গৃহীত হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হয়। অর্থাৎ অর্থবিল পাসের ক্ষেত্রে লোকসভা একক ক্ষমতা ভোগ করে।

iv) সাধারণ বিল পাস:

সাধারণ বিল পাসের ক্ষেত্রে রাজ্যসভা প্রায় লোকসভা সমক্ষমতাসম্পন্ন, উভয়কক্ষের অনুমোদন ছাড়া কোন বিল কার্যকর হয় না, তবে কোন বিলকে নিয়ে অচলাবস্থা প্রকট হলে তা নিরসনের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রপতি যুক্তসভার

যৌথ অধিবেশন আহবান করেন। এখানে সভাপতিত্ব করেন স্পীকার। এই অধিবেশনে সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। লোকসভার সদস্যসংখ্যা যেহেতু রাজ্যসভার সদস্যের দ্বিগুণ, তাই যৌথ অধিবেশনে লোকসভার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

[C] কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে রাজ্যসভা বিশেষ ক্ষমতা ভোগ করে :

i) সংসদের ক্ষমতার সম্প্রসারণ :

সংসদে উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থনে যদি এমন কোন প্রস্তাব গৃহীত হয় যে জাতীয় স্বার্থে পার্লামেন্টের রাজ্যতালিকাভুক্ত বিষয়ে আইন প্রণয়ন করা উচিত তবে পার্লামেন্ট রাজ্যতালিকাভুক্ত বিষয়ে আইন প্রণয়ন করে।

ii) সর্বভারতীয় চাকরী সৃষ্টি :

সংসদে উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থনে যদি এমন কোন প্রস্তাব গৃহীত হয় যে জাতীয় স্বার্থে সর্বভারতীয় চাকরী সৃষ্টি করা দরকার। তবে পার্লামেন্ট এক্ষেত্রে আইন প্রণয়ন করে।

iii) স্থায়ী কক্ষ :

লোকসভা অস্থায়ী কক্ষ। লোকসভার কার্যকাল 5 বছর। আবার মেয়াদ সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি লোকসভা ভেঙে দিতে পারেন। কিন্তু রাজ্যসভা স্থায়ীকক্ষ এদিক থেকে রাজ্যসভা বিশেষ মর্যাদার অধিকারী।